ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ 27

তারিখ 23 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম 6 ...

মেডিক্যাল ছাত্রদের আন্দোলন কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ছাত্র ঐক্য পরিষদ আজ বৃহস্পতিবার থেকে হাসপাতালে ধর্মঘটসহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করেছে।

গতকাল বুধবার সকালে ডাক্তারদের চাকরি সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট ঘোষণা, দুপুরে ছাত্রদের অনশন কর্মসূচী প্রত্যাহার, বিকেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ছাত্রদের ফলপ্রসূ আলোচনা ইত্যাদি ঘটনার পর ১৭ দিনের ধর্মঘট অবসানের দিকে এগোয়।

ঐক্য পরিষদ গতরাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, "স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংগে সর্বশেষ আলোচনায় তিনি আশ্বাস দেন যে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাস করা সকল ডাক্তারের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পর সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি বুধবার ঘোষণা করেন যে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাস করা সকল ডাক্তারকে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হবে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ধর্মঘটজনিত কারণে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা কখনই জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত করতে চাই না। তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা হাসপাতালসমূহে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ধর্মঘট কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করছি। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজসমূহে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ছাত্র ঐক্য পরিষদের সকল কর্মসূচী আপাতত: স্থগিত ঘোষণা করছি। আমরা মনে করি আমাদের এই সিদ্ধান্তে সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং সরকার তার দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। অন্যথায় ছাত্র ঐক্য পরিষদ পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে।"

অবিশ্বাস

মঙ্গলবার সরকারী প্রেসনোটের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। তাদের বক্তব্য হল, সরকার স্পষ্ট করে বলেনি যে, ১৯৯০ সালের মধ্যে ডাক্তারদের সরকারী চাকরি দেবেন। ফলে ষোল আনা সমঝোতায়ও গলদ থেকে যায়। গতকাল সকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ নারায়ণগঞ্জে এক হাসপাতাল উদ্বোধনকালে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ডাক্তারকে সরকারী চাকরি দেয়া হবে।

নাটকীয় মোড়

এদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সকালে ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সরকারী চাকরি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। তবে কিন্তু এরপর থেকে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। ৪৫ জন অনশনকারীদের মধ্যে ৩৫ জনের অবস্থার অবনতি ঘটে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৬ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়। দুপুর সোয়া ২টার সময় অনশন কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হয়। বিকেল ৫টায় ঐক্য পরিষদ সাংবাদিক সম্মেলন করবে বলে জানায়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দুপুর সাড়ে তিনটায় ঐক্য পরিষদের নেতাদের মন্ত্রণালয়ে

(শেষ পৃ: ৪-এর ক:৫:)

মেডিক্যাল ছাত্র

(১ম পাতার পর)

ডেকে পাঠান। সেখানে ঘন্টাখানেক ধরে আলোচনা হয়।

আলোচনা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানায়, আমি ওদেরকে বলেছি যে, রাষ্ট্রপতি আজ সরকারী চাকরির ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আর অনশন ধর্মঘটের মত চূড়ান্ত কর্মসূচী যখন তুলে নেয়া হয়েছে, তাহলে আর বাকীগুলো রেখে লাভ কি? তিনি আশা প্রকাশ করেন পরিস্থিতি শিগগিরই স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

সাংবাদিক সম্মেলন

বিকেল ৫টায় সাংবাদিক সম্মেলন নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হতে পারেনি। কারণ ঐক্য পরিষদের নেতারা মন্ত্রণালয় থেকে এসে বৈঠকে বসেন। ঘন্টাখানেক পরে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের সদস্য নাজমুল হাসান কিশোর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। এ সময় পরিষদের সদস্য সচিব মুনীর হাসান কাজল, জামালউদ্দীন প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন। জনাব কিশোর বলেন, মেডিক্যাল শিক্ষক, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিব প্রমুখ এসে আমাদের অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ করে বলেন, এই সরকারের কাছ থেকে অনশনের মাধ্যমে কিছু পাওয়া যাবে না। অনুরোধের ভিত্তিতে অনশন তুলে নেই। এরপর মন্ত্রী ডেকে পাঠান এবং সিদ্ধান্ত দিতে বলেন। এখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছি। সিদ্ধান্ত পরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাব।

যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী না ডেকে পাঠাতেন, তবে পূর্বঘোষিত সাংবাদিক সম্মেলনে কি বক্তব্য রাখা হত-এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, একটা সিদ্ধান্ত দেয়া হত। আমরা রাতে তা জানাব। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা-পূর্ব পরিস্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য আছে কি? উত্তর: হঁ্যা, পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে আপনারা কি আশ্বস্ত? উত্তর: মোটেই না। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরে মৌখিক আশ্বাসও দিয়েছেন ইন্টার্নশীপের এক বছরের মধ্যে চাকরি দেয়া হবে ১৯৯০ পর্যন্ত। অনশনের মত চূড়ান্ত কর্মসূচী প্রত্যাহারের পর আন্দোলনের ধার রইল কি? উত্তর: অনশন হল নমনীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। এরপরও যে আন্দোলনের পথ খোলা থাকে, তা আপনারা জানেন। বিএমএ'র সাথে আন্দোলনের ব্যাপারে আপনাদের মতবিরোধ আছে কি—এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, হঁ্যা আছে। এর নিষ্পত্তি হয়নি এখনো।

রাতে ঐক্য পরিষদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্মঘটসহ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়।